দাতার সন্তান হয়ে সবাইকে সহযোগ দাও

আজ বাপদাদা তাঁর সেবাধারী সাথীদের সাথে মিলিত হতে এসেছেন । বাপদাদা যেমন উঁচু থেকেও উঁচু স্থানে স্থিত হয়ে বেহদের সেবার নিমিত্ত, সেইরকম তোমরাও উঁচু থেকেও উঁচু সাকার স্থানে স্থিত হয়ে বেহদের সেবার নিমিত্ত, যে স্থানের দিকে বহু আত্মারা তাঁদের নজর স্থির রেখেছে । যেমন, বাবার যথার্থ স্থান না জানা সত্ত্বেও সবার নজর ওপর দিকেই যায়, এইরকম সাকারে সব আত্মাদের নজর এই মহান স্থানের দিকেই যাচ্ছে এবং যাবে । তারা এখনও খোঁজার চেষ্টা করে যাচ্ছে - 'এটা কোথায়' । তারা উপলব্ধি করে কোনও শ্রেষ্ঠ ঠিকানাই খুঁজে পাবে । যাই হোক, চারিদিকে তোমরা সবাই তাদের, এই স্থানই সেই স্থান তা' চিনিয়ে দেওয়ার সেবা করছো । বেহদের এই বিশেষ কার্যই এই সেবাকে প্রসিদ্ধ করবে, তাদের যাকিছু খুঁজে পাওয়ার বা কোনকিছু প্রাপ্তিলাভ সবই এখান থেকে । এটাই তাদের সেই শ্রেষ্ঠ ঠিকানা, দুনিয়ার এই শ্রেষ্ঠ কোণ থেকেই সদাকালের জন্য তাদের জীবন দান প্রাপ্ত হবে । বেহদের এই কার্য দ্বারা এই অ্যাডভার্টাইজ বিশাল রূপে হতে হবে । মানুষ যখন হঠাত্ কোনো লুকানো বা মাটির নিচে চাপা পড়ে থাকা জিনিস খুঁজে পায়, তারা আনন্দের সাথে সেই সংবাদ সব জায়গায় প্রচার করে । এইরকমই আধ্যাত্মিক এই ধনভাণ্ডারের প্রাপ্তির স্থান যা এখন গুপ্ত আছে, অনুভবের নেত্র দ্বারা দেখে এইরকমই মনে হবে যেন তারা যা নষ্ট করে ফেলেছিলো বা হারিয়ে গেছিলো সেই গুপ্ত ধনভাণ্ডার আবার খুঁজে পেয়েছে । ধীরে ধীরে সবার মনের মধ্যে, তাদের মুখ থেকে এই শব্দই বেরোবে এমন কোণে এত শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির স্থান ! আর এই সম্পর্কে সবাই সেটা জানবে । সুতরাং, তারা বিচিত্র বাবা, বিচিত্র লীলা এবং বিচিত্র স্থান দেখে খুশি হবে । অনুক্ষণ তোমরা সবার মুখ থেকে শুনবে, এটা ওয়ান্ডারফুল মূল্যবান কিছু ! ওয়ান্ডারফুল কাজ ! সদাকালের জন্য এই অনুভূতি করাতে কি প্রস্তুতি নিয়েছ ?

হল্ তো প্রস্তুত করছো, কিন্তু হলের সাথে তোমাদের আচরণও ঠিক আছে তো ? হলের সাথে মানুষ তোমাদের ব্যবহারও তো দেখবে ! তাই না ? তাহলে হল্ এবং আচার-আচরণ উভয়ই বেহদ, তাই তো ! তোমরা শ্রমিকদলের এবং বিশেষ ইঞ্জিনিয়রদের সহযোগিতায় সুন্দর হল্ প্রস্তুত করেছ । যদি সেখানে শ্রমিকেরা না থাকতো তবে ইঞ্জিনিয়ার্স কি করতো ! তারা কাগজে প্ল্যান তৈরি করতে পারে, কিন্তু প্র্যাকটিক্যাল আকার তো বিনা শ্রমিকে হতে পারেনা । হল্ তৈরি হয়েছে সবার আঙুলের স্থূল সহযোগে ! একইভাবে হলের সাথে ওয়ান্ডারফুল আচরণ দেখানোর জন্য এমন বিশেষ রূপ প্র্যাকটিকালি প্রত্যক্ষ করাও; বুদ্ধিতে শুধু সংকল্প করলে, এমন নয় । ইঞ্জিনিয়রদের বুদ্ধি এবং শ্রমিকদলের কর্মের সহায়তায় কার্য সম্পন্ন হয়েছে । একইভাবে, মনের শ্রেষ্ঠ সংকল্পের সাথে সাথে তোমাদের সব কর্মে অনুপম আচরণের অনুভূতি হোক তাদের । প্রত্যক্ষ স্বরূপ একমাত্র প্রতি কর্মের মাধ্যমে দৃশ্যমান হবে । সুতরাং, তোমরা সবাই তোমাদের সংকল্পে তেমন সুন্দর আচরণের, হস্ত-পদ দ্বারা সংগঠিতভাবে বিচিত্র রূপ প্রত্যক্ষ করানোর দৃঢ় সংকল্প করেছ ? তো এইরকম শিষ্টাচারের পরিকল্পনা করেছ ? শুধু তিন হাজারের সভা নয়, কিন্তু তিন হাজারের মধ্যে ত্রিমূর্তি দৃশ্যমান হতে হবে । ব্রহ্মা সমান কর্মযোগী, প্রেম-শক্তি দ্বারা পালনকারী বিষ্ণুসমান এবং বায়ুমণ্ডল রচনাকারী তপস্বী শঙ্করের সমান তোমাকে প্রত্যেকের দ্বারা অনুভূত হতে হবে । তুমি তোমার নিজের ভেতরে সর্বশক্তির

তেমন স্টক (stock) জমা করেছ ? তুমি এই ঐশ্বর্য-ভাণ্ডার পূর্ণ করেছ ? নাকি সবাই এত ব্যস্ত (busy) হয়ে গেছ যে চেক করার ফুরসতই নেই ?

সেবার অবিনাশী সাফল্যের জন্য নিজের বিশেষ পরিবর্তনে তুমি কি আহুতি দেবে ? নিজের জন্য এমন প্ল্যান বানিয়েছ ? সবচেয়ে বড় দান হলো, দাতার সন্তান হয়ে তোমার সহযোগ দেওয়া । ভুল হওয়া কাজ, খারাপ সংস্কার অথবা নষ্ট মুড, তোমার শুভ ভাবনা দ্বারা ঠিক করতে সদা সবার সহযোগী হওয়া - এটাই সবচেয়ে বড় বিশেষ দান । অমুকে কি বলেছিলো, কি করেছিলো, দেখে-শুনে-বুঝেও তোমার সহযোগের স্টক দ্বারা রূপান্তর করতে হবে । যেমন, কোনও স্থান খালি থাকলে, অল্-রাউন্ড সেবাধারী সময়ের চাহিদা অনুযায়ী সেই শূন্যস্থান ভরাট করে দেয় । একইভাবে, তুমি যদি বুঝতে পারো যে কারও মধ্যে বিশেষ কোন শক্তি কম আছে, তাহলে সেই ফাঁকটা তোমার সহযোগের দ্বারা পূরণ করে দাও, যাতে একজনের খামতি অন্যজনের অনুভব না হয় । একেই বলা হয়ে থাকে, দাতার বাচ্চা হয়ে সময় অনুসারে সহযোগের দান দেওয়া । এইরকম ভেবোনা, এতো এই করেছিলো, এইরকম করেছিলো, কিন্তু কি হওয়া প্রয়োজন সেটাই করতে থাকো । কারও দুর্বলতার দিকে দেখোনা, কিন্তু নিরন্তর উন্নতির দিকে এগিয়ে যাও । সবচেয়ে ভালো কি হতে পারে, সেটাও ভেবোনা, শুধু করতে থাকো । একেই বলা হয় বি-চিত্র আচারব্যবহারের প্রত্যক্ষ স্বরূপ । সদা ভালো থেকেও ভালো হচ্ছে আর সদা ভালো থেকেও ভালো করতে থাকো - এই সমর্থ সংকল্প সাথে রেখো । এই সম্পর্কে শুধুই বর্ণন নয়, কিন্তু নিবারণের খোঁজ দ্বারা নব নির্মাণের কাজে সাফল্যের প্রত্যক্ষ রুপকে দেখ এবং অন্যকেও দেখাতে থাকো । এইরকম প্রস্তুতি তো এখন হচ্ছে, তাই না ! কারণ, যদিও এটা সবার দায়িত্ব, বিশেষতঃ মধুবন নিবাসীদের দায়িত্ব । তোমরা ডবল দায়িত্ব নিয়েছ তো, তাই না ! হলের যেমন উদ্ঘাটন করিয়েছ, তেমন তোমার শ্রেষ্ঠ নতুন আচার-ব্যবহারের উদ্ঘাটনও করিয়েছ ? সেই রিহার্সাল কি হয়েছে, নাকি হয়নি ? দুটো একইসাথে ঘটলে তখনই সফলতার ডঙ্কা দিগ্-দিগন্তে ধ্বনিত হবে । স্থান যত উঁচু হয় এর আলো আরও দূরে ছড়িয়ে পড়ে । এই স্থান সবচেয়ে উঁচু, তো এখান থেকে বেরোনো আওয়াজ চারিদিকে যাতে পৌঁছায়, তার জন্য লাইট মাইট হাউজ হতে হবে । আচ্ছা -

সদা নিজেকে সর্ব গুণে, সর্বশক্তিতে সম্পন্ন, সাক্ষাত্ বাবা স্বরূপ হয়ে সবাইকে সাক্ষাত্কার করিয়ে, সদা বিচিত্র স্থিতিতে স্থিত হয়ে সাকার চিত্র দ্বারা বাবাকে প্রত্যক্ষ ক'রে, উঁচু থেকেও উঁচু স্থিতি দ্বারা উঁচু থেকে উঁচু স্থানকে, উঁচু থেকে উঁচু প্রাপ্তির ভাণ্ডার প্রত্যক্ষ করে, সবার মনে খুঁজে পাওয়ার এবং সর্বপ্রাপ্তির গীত নির্গত হওয়ার সদা শুভ ভাবনা এবং শুভ কামনা রাখে এমন সর্বশ্রেষ্ঠ বেহদ সেবাধারীদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার ।

মধুবননিবাসীদের সাথেঃ- বরদান ভূমিতে বসবাসকারী সদা সন্তুষ্ট থাকার বরদান লাভ করেছে, তাই না ! যে নিজেকে যত সর্বপ্রাপ্তি দ্বারা সম্পন্ন অনুভব করবে সে তত সন্তুষ্ট থাকবে । যদি সামান্যও খামতি উপলব্ধি হয় তবে সেখানে অসন্তুষ্টিও থাকবে । তোমাদের তো সর্বপ্রাপ্তি আছে, তাই না ? সংকল্পের সিদ্ধিও তো হচ্ছে, তাই তো ? তোমাদের সমান্য মেহনত তো করতেই হয়, আপন রাজ্য যে নয় ! অন্যদের সামনে যেমন অনেক প্রবলেম আসে, এখানে তেমন নয় । প্রবলেম এখানে খেলার মতো হয়ে গেছে । তবুও সঠিক সময়ে তোমরা অনেক সহযোগ পাও, কেননা তোমরা মনে সাহস নিয়ে এগোও । যেখানে সাহস আছে, তোমরা অবশ্যই সহযোগ পাবে । তোমার মনে কোনরকম চঞ্চলতা থাকা উচিত্ নয় । মন সর্বদা হালকা থাকলে সবাই তোমার থেকে হালকা ভাব অনুভব

করবে । কমবেশী হিসেবনিকেশ তো থেকেই যায় । কিন্তু সেই হিসেবনিকেশও এমনভাবে পার করো যেন কোনো বড় ব্যাপার নয় । ছোট বিষয়কে অযথা বড় করোনা ! ছোট করা বা বড় করা তোমার নিজের বুদ্ধির ওপর নির্ভর করে । এখন বেহদ সেবার সময়, সুতরাং, বুদ্ধিও বেহদের রাখো । বায়ুমণ্ডলকে শক্তিশালী বানাও । এই দায়িত্ব সকল আত্মার নিজের বলে মনে করতে হবে । যখন তোমরা একে অন্যের স্বভাব সংস্কার জেনেই গেছ, তখন তোমরা কখনোই পরস্পরের স্বভাব-সংস্কারের দ্বন্দ্বে আসতে পারোনা । যখন কেউ জানে যে, এখানে গর্ত আছে কি পাহাড় আছে তো সেই ব্যক্তি সেই সম্পর্কে সচেতন হয়ে যাবে, কখনও অসুবিধার মধ্যে পড়বেনা; সে এটা এড়িয়ে যাবে । সুতরাং, নিজেকে সেফ রাখতে হবে । একজন দ্বন্দ্বের মধ্যে না এলে, অন্যজন নিজে থেকেই রক্ষা পেয়ে যাবে । এড়িয়ে চলো অর্থাত্ নিজেকে সেফ রাখো আর বায়ুমণ্ডলও সেফ রাখো । কাজ থেকে সরে থেকোনা । এড়িয়ে যাওয়া অর্থাত্ নিজের সেফটির শক্তি দ্বারা অন্যকেও সেফ করা । এইরকম শক্তি বৃদ্ধি তো পেয়েছে, তাই না !

সাকার রূপে ফলো করার ক্ষেত্রে সবার প্রত্যাশা শুধু মধুবনের ওপর, কারণ এটা শ্রেষ্ঠ স্থান । মধুবনবাসী সদা দোলায় দুলতে থাকে । এখানে সবরকম দোলা আছে । স্থূল প্রাপ্তির মতো সূক্ষ্ম প্রাপ্তিও অনেক আছে, সদা দোলায় থাকলে কখনও ভুল হবেনা । প্রাপ্তির দোলা থেকে নেমে গেলে তোমরা নিজেরা ভুল করো আর অন্যদেরও ভুল দেখ । দোলায় বসতে হলে এই মাটি তোমাকে ছেড়ে দিতে হবে । তাই তো মধুবনবাসী সর্বপ্রাপ্তির দোলায় দুলতে থাকে । তোমাদের জীবন যেন শুধু প্রাপ্তির আধারে না হয় । তোমার সামনে প্রাপ্তি যদিবা আসে তুমি স্বীকার করে নিও না । যদি ইচ্ছা হয় তবে সর্বপ্রাপ্তি হয়েও কমের উপলব্ধি হবে । সদা নিজেকে খালি মনে হবে । সুতরাং, তোমার ভাগ্য এমনই যে বিনা মেহনতে প্রাপ্তি তোমার কাছে চলে আসে । অতএব, এই ভাগ্য সদা স্মৃতিতে রাখো । নিজে যত নিষ্কাম হবে প্রাপ্তি ততই নিজে থেকেই তোমার সামনে আসবে । আচ্ছা ।

সেবাধারীদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কারঃ-
সেবাধারীর অর্থই হলো যারা প্রত্যক্ষ ফল খায় । সেবার সাথে সাথে খুশির অনুভূতি করেছ তোমরা, তাহলে প্রত্যক্ষ ফলই তো খাওয়া হলো, তাই না ! সেবাধারী হওয়া, এতো বড় থেকেও বড় ভাগ্যের লক্ষণ, তাই না ! এটাই হলো জন্মে জন্মে নিজেকে রাজ্য অধিকারী বানানোর সহজ উপায় । এই কারণে সেবা করা অর্থাত্ ভাগ্য নক্ষত্রকে উজ্জ্বল বানানো । তাহলে, মনে মনে এইরকম উপলব্ধি ক'রে সেবা করছো, তাই তো ? তোমরা এটা সেবা মনে করছো নাকি প্রাপ্তি মনে হয় ? এটা নামে সেবা, কিন্তু এটা সেবা করা নয়, কিছু প্রাপ্তি । তোমাদের কতখানি প্রাপ্তি হয়েছে ? তোমরা কিছুই করোনা, কিন্তু লাভ করো সবকিছু । এইসব করতে তোমরা সবরকম সুখের সাধন পেয়ে যাও । তোমাদের কোনও কঠিন কিছু করতে হয়না । যত হার্ড ওয়ার্কই করা হোক, স্যালভেশনও তো সাথে সাথে পেয়ে যাও । তাহলে তো সেটা হার্ড ওয়ার্ক মনেই হয়না, খেলা মনে হয় । এইজন্য সেবাধারী হওয়া অর্থাত্ প্রাপ্তির মালিক হওয়া । সারাদিনে কত প্রাপ্তি হয় ? একদিনে একঘন্টার প্রাপ্তির যদি হিসাব করো তো দেখবে সেটা অগণিত, এইজন্য সেবাধারী হওয়া ভাগ্যের লক্ষণ । সেবার চান্স পাওয়া অর্থাত্ প্রাপ্তির ভাণ্ডার ভরপুর হয়ে যাওয়া । স্থূল প্রাপ্তির সাথে তোমাদের সূক্ষ্ম প্রাপ্তিও আছে । তোমরা কোথাও কোনো স্থূল সেবা করলে এতটা সাধন তোমরা পেতে না, যতটা মধুবনে পাও । যখন তোমরা এখানে সেবা করো, শারীরিক পালনার সাথে সাথে প্রথমে তোমরা আত্মার পালনা লাভ করো, সুতরাং, এটা ডবল । তাহলে ! সেবা করতে খুশি হয় নাকি ক্লান্ত লাগে ? সেবা করতে করতে সর্বদা চেক করো

যে আমি কি ডবল সেবা করছি ! মন্সা দ্বারা শ্রেষ্ঠ বাতাবরণ বানানোর আর কর্ম দ্বারা স্থূল সেবার ! সুতরাং, একরকম সেবা কোরোনা, বরং ডবল সেবাধারী হয়ে একই সময়ে ডবল ইনকামের চান্স নাও ।

সবাই তোমরা সন্তুষ্ট ? সবাই নিজের নিজের কার্যে তোমরা সম্পূর্ণ নির্বিঘ্ন তো ? কোনও কার্যে কোনরকম ঝঞ্ঝাট তো নেই, আছে ? কখনও নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব তো হয়না ? কখনো 'আমার তোমার ' 'আমি করেছি তুমি করেছ ' , এই ভাবনা তো আসেনা ? কারণ তুমি যদি কিছু করো আর সংকল্পে এইরকম আসে যে 'আমি এটা করেছিলাম ' , তবে যা করেছিলে তা' সবকিছু শেষ হয়ে যায় । আমিত্ব ভাব আসা অর্থাত্ করা হয়েছে এমন সমস্ত কাজে জল ঢেলে দেওয়া । তোমরা এটা কোরোনা, করো তোমরা ? সেবাধারী অর্থাত্ করাবনহার বাবা তোমাকে নিমিত্ত বানিয়ে করাচ্ছেন । করাবনহারকে ভুলোনা । যেখানে আমিত্ব থাকবে, সেখানে মায়াও যাবে । আমি নিমিত্ত, আমি নির্মাণ – এইরকম হলে মায়া আসতে পারেনা । সংকল্প বা স্বপ্নেও যদি মায়া আসে, তাহলে এটাই প্রমাণ করে কোথাও আমিত্বের দরজা খোলা আছে । আমিত্বের দরজা বন্ধ থাকলে কখনো মায়া আসতে পারেনা । আচ্ছা ।

বরদানঃ- নিজের হালকা ভাবের স্থিতি দ্বারা সব কার্যকে লাইট বানিয়ে বাবা সমান পৃথক হয়েও প্রিয় হও

মন –বুদ্ধি আর সংস্কার, আত্মার যা সূক্ষ্ম শক্তি, এই তিনের মধ্যে লাইট অনুভব করতে হবে, এটাই বাবা সমান পৃথক অথচ প্রিয় হওয়া । কারণ সময় অনুসারে বাইরের বাতাবরণ, মনুষ্য আত্মাদের বৃত্তিতে গম্ভীরতা থাকবে অর্থাত্ এইসব কিছু এলোমেলো হয়ে যাবে । বাইরের বাতাবরণ যত ভারী হবে, বাচ্চারা, তোমাদের সংকল্প, কর্ম, সম্বন্ধ লাইট হতে থাকবে এবং লাইটনেসের (হাল্কাভাব) কারণে সমস্ত কার্য লাইট ভাবে চলতে থাকবে । কার্যকলাপের প্রভাব তোমাদের ওপর পড়বে না, এই স্থিতি বাবা সমান স্থিতি ।

স্লোগানঃ- এই অলৌকিক নেশায় থাকো – 'বাহ্ রে আমি ' ! তবেই মনের সাথে শরীরও নিরন্তর ন্যাচারালি ড্যান্স করবে ।